

কোভিড-১৯ নিয়ে
বয়স্ক রোহিঙ্গা
জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

কোভিড-১৯ নিয়ে
আলোচনার জন্য
গুরুত্বপূর্ণ ভাষা

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

ধর্ম: নিশ্চিত্ত বোধ
করার একটি
অন্যতম কারণ

বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

কোভিড-১৯: বয়স্ক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

সূত্র: ক্যাম্প ৮ই তে বয়স্ক রোহিঙ্গাদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ক উদ্বেগ নিয়ে পুরুষদের সাথে ২টি এবং নারীদের সাথে ২টি দলগত আলোচনা। একজন নারী ছাড়া, সকল অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৫০ বা তার চেয়ে বেশি।

বয়স্ক লোকদের জন্য কোভিড-১৯ বিষয়ক তথ্যের উৎস

যদিও কোভিড-১৯ নিয়ে রোহিঙ্গা জনসাধারণের মধ্যে অনেক আলোচনা হচ্ছে, বয়স্ক নারী ও পুরুষেরা অন্যদের মতো এ নিয়ে তেমন কিছু জানেন না। সম্প্রদায়ের বয়স্ক লোকেরা বলেছেন যে তারা ভাইরাস এবং রোগটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চান।

আলোচনার সময়, নারী ও পুরুষদের সকলেই বলেছেন যে মূলত অন্যদের কাছ থেকে তারা কোভিড-১৯ সম্পর্কে শুনেছেন। বয়স্ক লোকজন বলেছেন যে তারা এ সম্পর্কে এনজিও কর্মীদের কাছ থেকে শুনেছেন। এছাড়া চায়ের দোকান, বাজারসহ এরকম বিভিন্ন স্থানে রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকেও শুনেছেন। পুরুষেরা আরও যেসব উৎস থেকে তথ্য পেয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রেডিও (বার্মিজ রেডিও স্টেশন), বয়ঃবান্ধব স্থান, আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর টেলিভিশন থেকে এবং কখনো কখনো বাজার বা চায়ের দোকানের আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর মানুষদের সংবাদপত্র পড়া থেকে। পুরুষ ও নারী সকলেই বলেছেন যে কীভাবে নিজেদের নিরাপদে রাখতে হবে সে সম্পর্কে তারা মসজিদের লাউডস্পিকারের ঘোষণা (মাইকিং) থেকে জেনেছেন। কিছু নারী

বলেছেন যে তারা তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন এবং পুরুষেরা এই তথ্যগুলো পেয়েছেন মোবাইল ফোন বা রেডিও থেকে অথবা ঘরের বাইরে থেকে যেমন - চায়ের দোকান, বাজার বা মসজিদ।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বয়স্ক নারীরা কোভিড-১৯ সম্পর্কে খুব অল্প তথ্যই পেয়ে থাকেন।

নারীরা বলেছেন যে তাদের তথ্য লাভের সুযোগ সীমিত এবং তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই তাদের একমাত্র উৎস। তারা আরও বলেছেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষেরা খুব বেশি তথ্য জানায় না, যার অর্থ বয়স্ক নারীদের কাছে তথ্যগুলো অজানাই থেকে যায়। নারীরা বলেছেন যে তারা এক ধরনের ভাইরাসের (করোনাভাইরাস) নাম শুনেছেন এবং তারা জানেন যে ঠিকমতো হাত ধুলে এবং চারপাশ (ঘরবাড়ি ও টয়লেট) পরিষ্কার রাখলে এর থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায়। তবে রোগটির লক্ষণাদি, নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য তারা কি করবেন, কার কাছে তারা তথ্য জানতে পারবেন, যদি লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে কোথায় যেতে হবে অথবা কাদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের খুবই কম ধারণা রয়েছে। কিছু নারী বলেছেন যে তারা লাউডস্পিকারে ঘোষণা শুনেছেন কিন্তু কি বলা হয়েছে তা

বিশেষ সংখ্যা

যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩৪ × বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ ২০২০

ভালোভাবে বুঝতে পারেন নি। এর বাইরে, তারা সরাসরি কোন তথ্য দেখেননি বা শোনেননি।

“ ভাইরাস নিয়ে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, যদি কেউ ভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে ফ্লু, সর্দি বা জ্বর দেখা দিতে পারে।”

- নারী, ৫০

কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং লক্ষণ

যেভাবে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়, এর লক্ষণ এবং কীভাবে এ রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায় সে সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয়দেরই জানাশোনা সীমিত। তারপরেও কেউ কেউ বোঝেন যে নিজেদের সুরক্ষার জন্য কী করতে হবে।

বয়স্ক ব্যক্তিরা বলেন যে তারা মনে করেছিলেন শীতের সময় করোনাভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। বয়স্ক নারীরা উল্লেখ করেছেন যে তারা ধারণা করেছিলেন আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করার মাধ্যমে অথবা এ রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির সাথে মুখোমুখি কথা বলার মাধ্যমে বা হাঁচির মাধ্যমে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

অল্প কিছু ব্যক্তি বলেছেন যে তারা বুঝতে পেরেছেন যে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর, কাশি এবং হাঁচি নারীরা উল্লেখ করেছেন

যে কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত পড়া এবং মাথা ব্যথা এ রোগের লক্ষণ হতে পারে।

“হাঁচি, কাশি অথবা জ্বর
করোনাভাইরাসের লক্ষণ, তবে এগুলোর
মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায় না।”

- পুরুষ, ৬৫

কিছু বয়স্ক পুরুষ-নারী উল্লেখ করেছেন যে তারা মনে করেন ব্রয়লার মুরগি খেলে এ রোগ ছড়াতে পারে, তারা বলেন যে তারা মানুষকে এ নিয়ে কথা বলতে শুনছেন। পুরুষেরা আরও মনে করেন যে শুকর, গরু বা মুরগি ধরলে এবং খেলে মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

বয়স্ক পুরুষেরা বলেছেন যে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, নিজেদের এবং চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি দেওয়ার সময় হাত বা টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। বয়স্ক নারীরা বলেছেন যে সিআইসি-র কাছ থেকে অথবা মসজিদের ঘোষণা থেকে শুনেছেন যে নিজেদের সুরক্ষার জন্য প্রত্যেককে পরিষ্কার থাকতে হবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

অনেকেই বলেছেন যে নিরাপদ থাকার জন্য তারা বেশি বেশি প্রার্থনা করছেন এবং একটি বিশেষ দোয়া করছেন। নারীরা মনে করেন এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে সবারই বেশি বেশি প্রার্থনা করা উচিত। পুরুষেরা বলেন যে তারা ভাইরাসটি সম্পর্কে আরও জানার জন্য মসজিদে যাচ্ছেন এবং তারা মনে করেন তাদের মসজিদে যাওয়ার এবং নামাজ পড়ার অভ্যাস আরও বেশি করে করা উচিত।

বয়স্ক রোহিঙ্গা পুরুষেরা উল্লেখ করেছেন যে এনজিওগুলো তাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছে, যদিও বয়স্ক নারীরা বলেছেন যে তারা এনজিও বা ত্রাণকর্মীদের কাছ থেকে কোন তথ্য পান নি। তারা বলেন যে এনজিওগুলো থেকে কিছু স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন ব্লক ভিজিট করেছেন এবং তাদের বলেছেন প্রতিদিন হাত ধুতে ও নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, তবে তারা বলেছেন যে এনজিও কর্মীরা তাদের রোগটি সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলেন নি।

চিকিৎসা

চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বয়স্ক লোকেরা বলেছেন যে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে শুনেছেন যে এ রোগের কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা নেই। বয়স্ক পুরুষেরা বলেছেন যে তারা মিয়ানমারের একটি রেডিও স্টেশন থেকে শুনেছেন যে পরবর্তী ১৬ বা ১৮ মাসের মধ্যে একটি টিকা বা ভ্যাকসিন আসতে পারে। নারীরা বলেছেন যে তারা শুনেছেন যে এই ভাইরাসের কোনো টিকা বা ওষুধ নেই, তবে তারা এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন কারণ তারা সরাসরি কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে কিছু শোনেন নি।

অসহায় গোষ্ঠী

কিছু বয়স্ক পুরুষ উল্লেখ করেছেন যে যাদের বয়স ৬০ এর বেশি এবং যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কাশি এবং অ্যাজমা রয়েছে তারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তারা বলেছেন যে অন্যান্য রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে এবং মিয়ানমার থেকে সম্প্রচারিত একটি রেডিও চ্যানেল থেকে তারা এ সম্পর্কে জেনেছেন। কোন মানুষগুলো অধিকতর ঝুঁকিগ্রস্ত এ সম্পর্কে বয়স্ক নারীদের কোনো ধারণা নেই।

ডুল ধারণা:

বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মাধ্যমে বেশ কিছু ডুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, এর মধ্যে রয়েছে।

- পুরুষেরা বলেছেন যে, কেউ যদি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তাহলে তাদের মৃতদেহ বা মৃতের পরিবারকে দেখতে যাওয়া উচিত নয়।
- পুরুষেরা বলেছেন যে তারা বিশ্বাস করেন যে কোভিড-১৯ হলো চীনের জন্য আল্লাহর পাঠানো গজব, কারণ চীনারা অতীতে মুসলমানদের অনেক নির্যাতন করেছে।
- পুরুষদের বিশ্বাস যে তাদের মসজিদে যাওয়া উচিত, যদিও তাদের এক জায়গায় অনেক মানুষের সমাবেশ এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছিল। তারা মনে করেন যে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার একমাত্র জায়গা হলো মসজিদ।
- পুরুষেরা আরও বলেছেন যে তারা কোনও কোনও রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে শুনেছেন যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

“যদি আমাদের এই ভাইরাসে আক্রমণ করে (এর নাম কি তা আমরা সঠিকভাবে জানি না) এবং আমরা হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে তারা আমাদের গুলি করে মেরে ফেলবে কারণ যে কোন আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে যে কারও এ রোগটি হতে পারে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এটা শুনে বেশি উদ্বেগ।”

- একজন বয়স্ক নারী

- সাধারণত নারীরা বেশি বলেছেন যে তারা ভয় পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলেও তারা কাউকে বলবেন না।
- কিছু নারী মনে করেন যে আসলে কোন ভাইরাস নেই, কারণ তারা কেবল এ সম্পর্কে শুনেছেন কিন্তু কাউকে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে দেখেন নি।
- নারীরা বলেছেন যে তারা শুনেছেন যদি ক্যাম্পে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বা যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাহলে কোনও এনজিও ক্যাম্পে আসবে না। এই ধরনের পরিস্থিতি তারা কীভাবে সামলাবে তা নিয়ে তারা চিন্তিত।

“আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের বয়স্ক গোষ্ঠী; এ সময়ে আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবছি না, কারণ আমরা শীঘ্রই মারা যাব। কিন্তু, আমাদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে আমরা চিন্তিত।”

- নারী, ৫২

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কোভিড-১৯ নিয়ে আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষা

যে কোন সংকটে বিশেষ করে এমন একটি ভাষায় যোগাযোগ করতে হয় যেটি স্পষ্ট, সঠিক এবং বোধগম্য। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীতে, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছে আমরা কীভাবে তথ্য পৌঁছাব তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে খুব সম্ভবত জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

নিচের সারণিতে রোহিঙ্গা ভাষায় কোভিড-১৯ (রোহিঙ্গারা যাকে করোনাভাইরাস বলে থাকে) সম্পর্কিত শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের অনুবাদ এবং তাদের আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হলো।

ইংরেজি	রোহিঙ্গা	আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ
ভাইরাস	ফুক/বিয়ারামোর ফুক	জীবাণু/রোগের জীবাণু
বৈশ্বিক মহামারী	দুনিয়াত আগাগুরা ওদে আবা বিয়ারাম	সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া রোগ
মহামারী	আবা বিয়ারাম/ গরম বিয়ারাম	অদ্ভুত রোগ/গরম রোগ
সামাজিক দূরত্ব	এক জন আরেকজন লই দুরাদুরি গরি তাকন	একে অপরের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা
নিজে নিজে একঘরে হওয়া (সেলফ আইসোলেশন)	নিজে বাজে একেলা সিরা ওই তাকন	আলাদাভাবে একা থাকা
ঘরবন্দী বা কোয়ারেন্টাইন	একেলা সিরা গরি রাকন	আলাদা এবং একাকী করে রাখা
নিজে নিজে ঘরবন্দী হওয়া বা সেলফ-কোয়ারেন্টাইন	নিজে বাজে একেলা সিরা ওই তাকন	আলাদাভাবে একা থাকা
ছড়ানো বা সংক্রমিত করা	বিয়ারাম ফারন	রোগ ছড়ানো বা সংক্রমিত করা
কোভিড-১৯/ করোনাভাইরাস	করোনাভাইরাস/ভাইরাস	করোনাভাইরাস/ভাইরাস
সংক্রামক রোগ	হোনো কিসুর জরিয়া ওদে বিয়ারাম	কোনো কিছুর কারণে অসুস্থ হওয়া
ছোঁয়াচে রোগ	ফারাদে বিয়ারাম	যে রোগ সংক্রমিত হয়
ড্রপলেট	গুরি গুরি সেফর ইয়াতো ফানির ফুরা	খুতু বা পানির ফোটা
হ্যান্ড স্যানিটাইজার	আত দুইবল্যা ফানি আর সাবুনের বদোইল্যা এসতেমাল গরেন্দে জিনিশ	(রোহিঙ্গা ভাষায় 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' বোঝানোর জন্য কোন শব্দ নেই)

আমরা দলগত আলোচনায় বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের উপরিউক্ত শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা এবং ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি। অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৪৫ থেকে ৬৮ এর মধ্যে। আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ।

ভাইরাস (ফুক/বিয়ারামোর ফুক): রোহিঙ্গারা সাধারণভাবে সব ধরনের ভাইরাস বোঝাতে ফুক শব্দটি ব্যবহার করেন। আমরা দেখেছি যে অনেক নারী-পুরুষ ইংরেজি শব্দ “ভাইরাস” বুঝতে পারেন বিশেষ করে করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে তারা শব্দটি বুঝতে পারেন। রোহিঙ্গা ভাষায় কোভিড-১৯ বোঝাতে “করোনাভাইরাস” শব্দটি সবাই বুঝতে পারেন।

বৈশ্বিক মহামারী (দুনিয়াত আগাগুরা ওদে আবা বিয়ারাম): আমরা যে সব পুরুষদের সাথে কথা বলেছি তাদের সবাই “দুনিয়াত আগাগুরা ওদে আবা বিয়ারাম শব্দগুচ্ছটি বুঝতে পারেন। নারীরা আরও তথ্য জানতে চান, যেমন তারা বলেন যে “এটি একটি মারাত্মক রোগ যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে”। কেউ ইংরেজি শব্দ “প্যানডেমিক” এর সঙ্গে পরিচিত নন।

মহামারী (আবা বিয়ারাম/গরম বিয়ারাম): পুরুষেরা আবা বিয়ারাম এবং গরম বিয়ারাম উভয় শব্দই বুঝতে পারেন, অন্যদিকে নারীদের কাছে উভয় শব্দের অর্থ “ডায়রিয়া”। নারীরা বলেছেন যে তারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। কেউ ইংরেজি শব্দ “এপিডেমিক” এর সাথে পরিচিত নন।

ছড়ানো/সংক্রমণ (বিয়ারাম ফারন), সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা (এক জন আরেকজন লই দুরাদুরি গরি তাকন), সেলফ-আইসোলেশন (নিজে বাজে একেলা সিরা ওই তাকন), কোয়ারেন্টাইন (একেলা সিরা গরি রাকন), সেলফ-কোয়ারেন্টাইন (নিজে বাজে একেলা সিরা ওই তাকন): ফোকাস গ্রুপের সকল পুরুষ ও নারী এই পরিভাষাগুলোর জন্য ব্যবহৃত প্রত্যেকটি রোহিঙ্গা শব্দ বুঝতে পেরেছেন।

কোভিড-১৯: কেউ এই শব্দটির সাথে পরিচিত নন। তারা বলেন সবাই নয়া ভাইরাস শব্দটি (নতুন ভাইরাস) বুঝতে পারবেন।

করোনাভাইরাস: অধিকাংশ পুরুষ এবং নারী করোনাভাইরাস শব্দটি শুনেছেন, কিন্তু নারীরা পুরুষদের চেয়ে এর অর্থ সম্পর্কে বেশি অনিশ্চিত।

ছোঁয়াচে রোগ (হোনো কিসুর জরিয়া ওদে বিয়ারাম): পুরুষ ও নারী উভয়েরাই শব্দটির রোহিঙ্গা প্রতিশব্দটি বুঝতে পেরেছেন।

সংক্রামক রোগ (ফারা দে বিয়ারাম): পুরুষ ও নারী উভয়েরাই শব্দটির রোহিঙ্গা প্রতিশব্দটি বুঝতে পেরেছেন।

ড্রপলেট বা খুতুর ছিটা (গুরি গুরি সেফর ইয়াতো ফানির ফুরা): শব্দটির রোহিঙ্গা প্রতিশব্দ পুরুষ বা নারীদের কেউই বুঝতে পারেন নি। উভয় দল বলেছেন যে সেফর ফুরা (বাংলায় “খুতু”) আরও ভালো বোঝা যাবে।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার: ফোকাস গ্রুপের কেউ এই শব্দটি বুঝতে পারেন নি। অধিকাংশ মানুষ সাবান বা হাত ধোয়ার সাবান এ জাতীয় শব্দগুলো বোঝেন।

সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে এই আলোচনাগুলো থেকে দেখা যায় যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা কোভিড-১৯ এবং মোটামুটি রোগ সম্পর্কিত শব্দগুলি প্রায় সবাই বুঝতে পারেন। তবে তারা কী জানেন না তা চিহ্নিত করতে পারেন। আমরা যে সব নারীদের সাথে কথা বলেছি তারা চান যে কারিগরি ডাক্তারি শব্দগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এবং আক্ষরিক সংজ্ঞা জানতে চান।

সকল সংস্থার উচিত কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তাদের বার্তা এবং যোগাযোগে এই সারণিতে অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে আলোচিত পরিভাষা ও শব্দগুলি ব্যবহার করা। সম্প্রদায়টির কাছে স্পষ্ট, যথাযথ ও দরকারি তথ্য দেওয়া এবং ক্যাম্পে ভাইরাসের সম্ভাব্য প্রভাব কমানোর ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।

ধর্ম: নিশ্চিত্ত বোধ করার একটি অন্যতম কারণ

ক্যাম্পের বাসিন্দাদের কোভিড-১৯ এর হুমকি থেকে দূরে রাখার জন্য যে বিশ্বাস এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রোগটি সম্পর্কিত বার্তা এবং তথ্য ব্যাখ্যা করে থাকে তা বুঝতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যে সকল সদস্যদের সাথে আমরা কথা বলেছি তাদের মধ্যে অনেকের কাছেই, কোভিড-১৯, বা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষায় করোনাভাইরাস সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে ধর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্যাম্পের মানুষেরা রোগটি ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে ধর্ম এবং বিশেষ করে প্রার্থনা বা নামাজ পড়ার ওপর নির্ভর করছেন। তারা আরও দোয়া করেন যে বাংলাদেশ এবং বিদেশে অবস্থানরত তাদের অন্যান্য প্রিয়জনদেরও আল্লাহ রক্ষা করবেন। যদি ভাইরাসটি তাদের কাছে পৌঁছে যায় তবে তারা নিজেদের এবং ক্যাম্পের অধিবাসীদের জন্য দোয়া করবেন। বিশেষ করে পুরুষদের নামাজ পড়ার জন্য আরও বেশি বেশি মসজিদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে - এছাড়া মসজিদ থেকে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়াও মসজিদে ঘন ঘন যাওয়ার একটি কারণ। সম্প্রদায়ের সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে ব্যাপক ভাবে দোকান ও বাজার বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ক্যাম্পের বাইরে কী ঘটছে সে সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ

একমাত্র এখান থেকেই মানুষ টেলিভিশন ও স্মার্টফোন থেকে তথ্য জানতে পারে। এখন তারা এই সব প্রযুক্তি ও তথ্য পাওয়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছেন।

বর্তমানে, অনেক রোহিঙ্গা কোভিড-১৯ যে অভাবনীয় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে তার বিপরীতে আল্লাহ-তায়ালার সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের কারণে নিশ্চিত্ত বোধ করছেন।

“ গতবছর বাংলাদেশের ডেস্তু প্রাদুর্ভাব থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন, কাজেই তিনি আমাদের করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা করবেন।”

- নারী, মধ্য ৫০

ভাইরাসটির উৎপত্তির কারণ সম্পর্কিত তথ্যগুলো কিভাবে মানুষ বিশ্লেষণ করবে তার ওপরও ধর্ম প্রভাব ফেলে। দলগত আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে

তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই সকল উৎস থেকে পাওয়া ভুল তথ্য থেকে অথবা যে সীমিত তথ্য তারা পেয়েছেন তা থেকে চরম বা অযাচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে, কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করছেন যে এই ভাইরাসটি আল্লাহ তায়ালার পাঠানো গজব বা শাস্তি।

“ চীনে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানোয় চীনকে শিক্ষা দিতে আল্লাহর কাছ থেকে আসা গজব এই ভাইরাসটি। এ কারণে চীনের কোনও মুসলমান এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি।”

- নারী, মধ্য ৩০

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের সময়, আমাদের অবশ্যই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং বিশ্বাস-প্রসূত মতামতগুলোকে স্বীকার করতে হবে এবং সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। একই সাথে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে স্পষ্ট তথ্যও দিতে হবে এবং এমনভাবে এগুলো উপস্থাপন করতে হবে যাতে তাদের সম্প্রদায়ে ধর্মের ভূমিকা এবং গুরুত্বের প্রতি যত্ন এবং সম্মান দেখানো হয়।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করেছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।